দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখা সরকারের মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী ২০২৩ সালে বিশ্বে খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।

এ সংকটের প্রভাব যেন বাংলাদেশের ওপর না পড়ে সে লক্ষেই সরকার কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা এখন সুন্দর থেকে সুন্দরতম স্কুলে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে সেটা শুধু মাত্র সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও এই সরকারের উন্নয়ন মূলক উদ্যোগের কারণে। এই সাড়ে ১৩ বছরে বিদ্যালয় গুলোতে আমরা ব্যাপকভাবে উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়েছি।

গতকাল শনিবার দুপুরে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনা উদ্বোধনের শুরুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে এসব কথা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের প্রতিটি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতেও অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়ে গেছে। এ অবস্থায় দেশের মানুষের জীবনমান ধরে রেখে যেকোনো সমস্যা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে যেতে চায় সরকার।

তেলের মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। তেলের দাম কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তা নিয়ে কাজ করছে সরকার। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক লিংকন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, এরই মধ্যে সরকার করোনাকে সফলভাবে মোকাবিলা করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা করতেও নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এসব পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে সরকার সব প্রতিকূলতা জয় করে দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এছাড়াও বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল

আলম, ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশের সিইও ডাক্তার হাসিব মাহমুদ,মেহেরপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো: আক্তারুজ্জামান।

এর আগে প্রতিমন্ত্রী ফিতা কেটে মেহেরপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানির স্থাপনার উদ্বোধন করে দোয়া মোনাজাতে অংশ নেন।

মেহেরপুরে বৃষ্টির অভাবে ধান চাষে বাড়ছে উৎপাদন খরচ

অনাবৃষ্টি আর অব্যাহত খরায় চলতি মৌসুমে রোপা আমন ধান আবাদ নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছেন মেহেরপুর জেলার চাষিরা। টানা তাপদাহে পুড়ছে ধানের লাগানো চারা। এমনকি মাঠে লাগনো আমন ধানের চারাও এখন হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করেছে।

এদিকে কৃষকরা ফসলের জমি ভালো রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মৌসুমের শুরুতেই তীব্র খরায় পুড়েছে আমনের বীজতলা। আমন চাষের ভরা মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় এখনও অনাবাদী পড়ে আছে অনেক জমি।

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের কৃষক জিয়ারুল ইসলাম বলেন, এখন বর্ষাকাল হলেও দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টির দেখা মিলছে না। অনাবৃষ্টি আর তীব্র খরতাপে ব্যাহত হচ্ছে ফসলের চাষ। আর আমন চাষে প্রতিটি সেচ বাবদ ২০০ টাকা করে দিতে হচ্ছে। কৃষকরা সেচ পাম্পের মালিকের সঙ্গে মৌসুম চুক্তি করেও সেচ দিচ্ছেন। এতে এক বিঘা জমিতে ধান চাষ করতে এ বছর ছয় থেকে সাত হাজার টাকা অতিরিক্ত সেচ খরচ গুনতে হচ্ছে।

আমদহ গ্রামের কৃষক জামাত আলী বলেন, এ বছর আমার দুই বিঘা জমিতে ধানের চাষ আছে। বৃষ্টি না হওয়ায় একদিন পর পর সেচ দিতে হচ্ছে। একদিকে যেমন সার, বিষ ও ডিজেলের দাম বেড়েছে, তার ওপর অতিরিক্ত সেচ খরচ দিতে গিয়ে কৃষকরা এবার মাঠেই মারা যাবে।

উপজেলার নোনপাড়া গ্রামের কৃষক রাশিদুল ইসলাম বলেন, খরার কবলে পড়েছে জেলার প্রধান ফসল রোপা আমন। অন্যান্য বছর আমন ধান চাষের ভরা মৌসুমে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়। কোনো ধরণের সেচ দিতে হয় না। কিন্তু এ বছর বর্ষা মৌসুমেও বৃষ্টির মুখ দেখা যায়নি। আমার আট বিঘা জমিতে রোপা আমনের চাষ রয়েছে। এখন জমিতে একদিন পর পর সেচ দিতে হচ্ছে। অনাবৃষ্টির কারণে ধান ওঠা পর্যন্ত শুধু সেচ খরচ বাবাদ আমার ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ হবে। কৃষকের এখন বর্ষা মৌসুমেও চৈত্র ধান চাষের মতো খরচ হচ্ছে বলে জানান তিনি।

গাংনী উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের মতিয়ার জানান, প্রতি বছর আমি চার থেকে পাঁচ বিঘা জমিতে আমন আবাদ করে থাকি। এ বছর অনাবৃষ্টি আর খরার কারণে ভালো চারা পাইনি। বীজতলাও রোদে শুকিয়ে গেছে।

একই উপজেলার বাওট গ্রামের আশরাফুজ্জামান কালু বলেন, বছরে সাত থেকে আট বিঘা জমিতে রোপা আমন চাষ করি। কিন্তু এবার বৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষেতে রোপন করা চারাগুলো মারা যাচ্ছে। আষাড় চলে গিয়ে আজ শ্রাবণ মাসের ৩ তারিখ। তবুও বৃষ্টির দেখা নেই।

কৃষি বিভাগ সূত্র জানায়, চলতি রোপা আমন মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় ২৬ হাজার ৩৭০ হেক্টর জমিতে রোপা আমন ধান চাষের লক্ষমাত্রা ধরা হয়েছে। এখন পর্যন্ত এ লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়নি। এখনও সময় আছে। চারা নিয়ে অনেকেই অপেক্ষায় আছেন। এর মধ্যে বৃষ্টি হলে কৃষকরা ধান লাগাতে শুরু করবেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মেহেরপুর জেলার উপ-পরিচালক কৃষিবিদ সামছুল আলম বলেন, রোপা আমন চাষ বৃষ্টি নির্ভর। কিন্তু এ বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টি হয়নি। তার ওপর বেশ কিছুদিন ধরে খরায় পুড়ছে আমনের বীজতলা। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের সম্পূরক সেচের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।